বিষয়বস্তুঃ নবীজির ৭টি বিশেষ ওসিয়াত

জুমাদাল উখরার তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২০ জুমাদাল উখরা ১৪৪৪ হিজরী, ১৩ জানুয়ারী ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৮১

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আজ জুমাদাল উখরা মাসের ২০ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা নবীজির বিশেষ ৭টি বিশেষ ওসিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-গাছালি, শস্য-তরুলতা, সবুজ-শ্যামলতায় ভরা

এ সৃষ্টিজগৎ। আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীনের এ সব কিছু মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِيْ الْأَرْضِ جَمِيْعًا "আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন।"

আর মানবজাতির জন্য এ সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করার মৌলিক উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন এ সমস্ত নিয়ামত উপভোগ করে নিজেদের সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করতে পারে, যেন আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এদিকে মহান আল্লাহ এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য পৃথিবীতে কম বেশি এক লক্ষ ২৪ হাজার নবীগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী। অন্যান্য নবীগণ ছিলেন আঞ্চলিক নবী, বিশেষ এলাকার নবী। আর নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোটা বিশ্বের মানব ও জিন জাতির জন্য পাঠানো হয়েছিল।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা সাবা'র ২৮ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"হে নবী ! আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা বোঝে না।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মানবজাতির হিদায়তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। তাই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের হিদায়তের উদ্দেশ্যে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি ওসিয়াত করে গিয়েছেন।

সুধী ভাই সকল ! আজ আমরা বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়াত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ যার গিফারী রযিয়াল্লাহু আনহুকে এ ৭টি ওসিয়াত করেছিলেন। যার উপর সাহাবী আবূ যার গিফারী সারা জীবন আমল করেছিলেন। আসুন আমরা সেই হাদীসটি লক্ষ্য করি, যার

মধ্যে এই ৭টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বর্ণিত আছে।

মুসনাদে আহমাদের ২১৪১৫ নম্বর হাদীসে বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আবূ যার গিফারী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِسَبْعٍ আমার বন্ধু (প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ৭টি বিষয়ে ওসিয়াত করেছেনঃ (১) তুমি অসহায় মিসকীনদেরকে ভালবাসবে এবং সর্বদা তাদের পাশে দাঁড়াবে। (২) দুনিয়াবী বিষয়ে সর্বদা নিজের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর দুর্বল মানুষদেরকে লক্ষ্য করবে। কখনও উচ্চবিত্তশালী মানুষদের দিকে তাকাবে না। (৩) আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে। যদিও তারা তোমার থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নেয়। (৪) অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত কারোর নিকটে কোন বস্তু চাইবে না। (৫) সর্বদা সত্য কথা বলবে। যদিও সেটা তিতা হয়। (৬) আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় পাবে না। (৭) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ এই দুআটি বেশি বেশি পাঠ করবে। কেননা, এটি আল্লাহর আরশের নীচের খাজানা। এ পর্যন্ত মুসনাদে আহমাদের মূল হাদীস সম্পূর্ণ

হল। এবার আমরা এ ওসিয়াত ৭টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লক্ষ্য করি।

নবীজির প্রথম ওসিয়াত তুমি অসহায় মিসকীনদেরকে ভালবাসবে এবং সর্বদা তাদের পাশে দাঁড়াবে। মনে রাখবেন, অসহায় ও দুর্বল মানুষদের পাশে দাঁড়ানো সামর্থ্যবানদের নৈতিক দায়িত্ব। এ গুণটি নবীজি ও তাঁর সাহাবীদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল। মদীনার আনসার সাহাবীরা মক্কার অসহায় মুহাজির সাহাবীদেরকে অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি সব কিছু দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা এমন সাহায্য করেছিলেন, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত মেলে না। এ জন্যই মদীনার সাহায্যকারী সাহাবাদেরকে ‘আনসার’ বলা হয়ে থাকে। তাঁরা মুহাজির সাহাবাদেরকে এমন সাহায্য করেছিলেন, বর্তমান যুগে কোন ভাই নিজের সহোদর ভাইকেও সেরূপ সাহায্য করতে পারে না।

যাইহোক, সাহাবায়ে কিরামগণ এবং বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়ে গেছেন, কীভাবে গরিবের সাহায্য করতে হয়।

আমরা ভোটের সময় অনেক গরিবের বন্ধু রূপী অনেক নেতাদেরকে দেখতে পাই। যাদেরকে শুধুমাত্র ভোটের সময় গরিব-অসহায় মানুষদের বস্তিতে বেশি বেশি দেখা যায়। অন্য সময়ে তাদেরকে আর দেখা যায় না। এরা কি প্রকৃতপক্ষে গরিবের বন্ধু ? গরিবের বন্ধুর পরিচয় কী ? গরিবের প্রকৃত বন্ধু হিসাবে আমরা বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়েছি। তিনি অধিকাংশ সময় গরিব-দুঃখীদের সাথে কাটাতেন। তাদের দুঃখ-কষ্টের খোঁজ-খবর নিতেন এবং যথসাধ্য তাদের সাহায্য করতেন। সুনানে তিরমিযীর ১৬৯২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূদ দারদা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِبْغُوْنِي فِيْ ضُعَفَائِكُمْ ، فَاِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ

“তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের মাঝে সন্ধান কর। কেননা, দুর্বল ও অসহায়দের ওসীলায় তোমাদেরকে রুযী দেওয়া হয় ও আল্লাহর সাহায্য মেলে।”

একটি ঘটনাঃ

সুনানে তিরমিযীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহ্ফাতুল আলমায়ী নামক কিতাবের চতুর্থ খণ্ডে ৬১২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, একবার মদীনার বাইরের কিছু লোক নবীজির সঙ্গে মুলাকাত করতে এসেছিল। সে সময় নবীজি মসজিদে ও বাড়িতে ছিলেন না। তারা খুবই ব্যস্ততার মধ্যে ছিল। তাই কিছু সাহাবায়ে কিরামগণ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে নবীজিকে খোঁজ করলেন। কিন্তু তাঁরা নবীজিকে পেলেন না। অবশেষে, নবীজি নিজে যখন ফিরে আসলেন, তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কোথায় ছিলেন ? আমরা আপনাকে বহু জায়গায় সন্ধান করলাম, তবুও পেলাম না। উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা আমাকে কোন্ কোন্ জায়গায় সন্ধান করেছ ? তখন সাহাবারা কয়েকজন গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তিদের নাম নিয়ে বললেনঃ অমুক অমুকের বাড়িতে। তখন নবীজি উত্তরে বললেনঃ اِبْغُوْنِي فِيْ ضُعَفَائِكُمْ তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের মাঝে সন্ধান করবে। এ ঘটনা দ্বারা

অনুমান করা যায় যে, বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বল ও অসহায়দেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

নবীজির দ্বিতীয় ওসিয়াতঃ দুনিয়াবী বিষয়ে সর্বদা নিজের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর দুর্বল মানুষদেরকে লক্ষ্য করবে। কখনও উচ্চবিত্তশালী মানুষদের দিকে তাকাবে না। আর দ্বীন ও ধর্মের ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর মানুষদেরকে ফলো করবে। কেননা, দুনিয়াবী ক্ষেত্রে নিজের থেকে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দিকে তাকালে অল্পে সন্তুষ্ট থাকা যায় এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব হয়। মনে মনে এরূপ ভাবতে থাকবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ওর থেকে বেশি দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে, যদি দুনিয়াবী ক্ষেত্রে সর্বদা নিজের থেকে উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের দিকে তাকানো হয়, তাহলে দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর নাশুকরী বেড়ে যাবে। আর মনে মনে ভাবতে থাকবে যে, ওগো আল্লাহ ! তুমি আমাকে ওর থেকে কম দিলে কেন ? তাই দুনিয়াবী ক্ষেত্রে সর্বদা নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে দেখতে

হবে। এ সম্পর্কে আমরা একটি ঘটনা লক্ষ্য করি।

আমরা অনেকে ইবনে বাতূতা নামে এক বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পর্যটকের নাম শুনেছি। ৭০৩ হিজরী মুতাবিক ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম আফ্রিকার মরক্কো দেশে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র ২১ বছর বয়স থেকে তিনি জীবনের পরবর্তী ৩০ বছর পর্যন্ত আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া বাদে গোটা বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যান নি কেন ? এর কারণ হল, তখনও পর্যন্ত এ দু'টি দেশের সন্ধান মেলেনি। বরং তার ২০০ বছর পর ১৫০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সন্ধান পাওয়া যায়। যাইহোক, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তিনি প্রায় ১ লক্ষ ২১ হাজার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিলেন। মনে রাখবেন, তখনকার সময়ে এটা অতি সহজ ব্যাপার ছিল না। রাস্তা-ঘাট এখনকার মত এতটা সুগম ও নিরাপদও ছিল না। বর্তমান কেরালার শিহাব চতুরের কথা আমরা প্রায় সকলেই শুনেছি। তিনি বর্তমান এত সুন্দর সুগম ও নিরাপদ রাস্তা দিয়ে কেবল ৮৬৪০

কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে হজ্জে যাচ্ছেন। তাই তাঁকে নিয়ে এত হইচই। আর ইবনে বাতূতা সেই যুগে প্রায় দেড় লক্ষ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিলেন। এটা কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। যাইহোক, ইবনে বাতূতা নিজের ভ্রমণ কাহিনীতে বহু অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ঘটনা লিখে গেছেন। তার মধ্য থেকে একটি ঘটনা এইঃ

ইবনে বাতূতা নিজের সফর নামায় লিখেছেন, আমি যখন বিশ্বভ্রমণের সময় ইরাকে পৌঁছে গেলাম, তখন ইরাকে প্রবেশ করার পর আমার পায়ের জুতো দু'টি নষ্ট হয়ে যায়। নতুন জুতো কেনার পয়সাও আমার কাছে ছিল না। খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। তবুও আমি খুব কষ্টের সাথে অবিরাম চলতে থাকি। জুতো না থাকার কারণে আমি মনে মনে অনেক কিছু নাশুকরি মূলক কথা ভাবছিলাম। এভাবে চলতে চলতে আমি যখন ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরে প্রবেশ করলাম, তখন যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। সেখানে আমি যখন নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ

করছিলাম, তখন একজন ফকিরকে ভিক্ষা করতে দেখলাম। এও দেখলাম যে, তার একটি পা নেই। তখন আমার ধ্যান-ধারণা বদলে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, আমার জুতো নেই কিন্তু ওর তো পা-ই নেই। এবার আমি মনে মনে শুকরিয়া আদায় করে বললামঃ আলহাম্‌দু লিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তো আমাকে ওই প্রতিবন্ধী মানুষটির চেয়ে অনেক ভাল রেখেছেন। যদিও আমার জুতো নেই, কিন্তু আমার আমার পা দু’টি তো ভাল আছে। আর ওই মানুষটির তো পা-ই নেই !

সুধীবৃন্দ ! এ জন্যই বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দুনিয়াবী ক্ষেত্রে সব সময় নিজের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকদেরকে দেখতে হবে। তাহলে শুকরিয়া আদায়ের মানসিকতা তৈরি হবে, নাশুকরী করার গোনাহ থেকে বাঁচা যাবে। যাইহোক, এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। বলছিলাম, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যার গিফারীকে ৭টি বিশেষ ওসিয়াত করেছিলেন। এ পর্যন্ত দু’টি ওসিয়াতের আলোচনা

শেষ হল।

নবীজির তৃতীয় ওসিয়াতঃ আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। যদিও তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। এ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করুনঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীর্ঘ ১০ বছরের খাদিম হযরত আনাস রযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে চায় তার রুজি বেড়ে যাক ও তার আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। এটা সহীহ বুখারীর ২০৬৭ নম্বর হাদীস।

নবীজির চতুর্থ ওসিয়াতঃ অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত কারোর নিকটে কোন কিছু চাইবে না। সুনানে তিরমিযীর ৬৫০ নম্বর হাদীসে ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের নিকটে হাত পাতে, অথচ তার এ থেকে

বাঁচার সম্বল আছে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন ক্ষত-বিক্ষত মুখমণ্ডল নিয়ে হাজির হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

নবীজির পঞ্চম ওসিয়াতঃ সর্বদা সত্য কথা বলবে। যদিও সেটা তিতা হয়। সুনানে তিরমিযীর ২৫১৮ নম্বর হাদীসে নবীজির বড় নাতী হাসান বিন আলী (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ فَاِنَّ الْصِّدْقَ طُمَانِيْنَةٌ وَالْكِذْبَ رِيْبَةٌ

"কোন জিনিসের মধ্যে হারামের সন্দেহ হলে যতক্ষণ না সন্দেহ দূর হচ্ছে, ততক্ষণ সেটা বর্জন কর। কেননা, সত্যের মধ্যে মনের প্রশান্তি আছে। আর মিথ্যার কারণে মনের মধ্যে সর্বদা একটা আশঙ্কা থেকে যায়।"

নবীজির ষষ্ঠ ওসিয়াতঃ আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় পাবে না। কেননা, যদি কোন ব্যক্তি দ্বীন ও শরীয়তের উপর আমল করার জন্য তোমাকে তিরস্কার করে, তাহলে নিশ্চয় তার অভিশাপ ও

বদ দুআ কখনও কবূল হবে না। অতএব, তিরস্কারের ভয় করলে শরীয়তের উপর আমল করার ক্ষেত্রে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বহু নেক আমল থেকে মাহরুম হয়ে যায়। এ জন্যই সাহাবায়ে কিরাম ও বিগত সালাফে সালিহীন দ্বীনের বিষয়ে কারও তিরস্কারের পরোয়া করতেন না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও হিম্মত দান করুন।

নবীজির সপ্তম ওসিয়াতঃ উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সর্বদা لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ এই দুআটি বেশি বেশি পাঠ করবে। কেননা, এটি আল্লাহর আরশের নীচের খাজানা। হাদীসের বিখ্যাত কিতাব মিশকাত শরীফের ২২৬০ নম্বর হাদীসে এ দুআটির ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি ৯৯ টি জটিল রোগের ঔষধ। তার মধ্যে সর্বনিম্ন রোগ হল, এ দুআটি দুশ্চিন্তা দূর করে। বেশি বেশি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পড়লে আল্লাহ তায়ালা দুশ্চিন্তা মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ